সমাজকর্ম বিভাগে ছাত্র কাউন্সিলিং ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-বৃহস্পতিবার সোশ্যাল ওয়ার্ক এসোসিয়েশন, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ছাত্র কাউন্সিলিং ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, "শিক্ষকদেরও মূল্যায়ন দরকার, আমি কেমন শিক্ষক সেটা আমার শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার শিক্ষার্থীদেরও নির্যাস নিতে হবে শিক্ষকের কাছ থেকে তার জীবনযাত্রা, চলাফেরা ও কথাবার্তা দিয়ে।"

তিনি আরো বলেন, " আমার দেশের জন্য যখন আইডেনটিটির প্রশ্ন আসে তখন আমরা কনফিউজড হয়ে যাই, আমাদের আইডেনটিটি আমরা বাঙালি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই করেছেন, তিনি লড়াই করেছেন গণতন্ত্রের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য। সেই সমাজতন্ত্র আবার লেলিনের সমাজতন্ত্র নয় সেটা হচ্ছে জাস্টিজ এবং আমার ইকুইটি ইকুইলের জন্য। আর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নয়

ধর্মহীনতা, সকল ধর্মকে আমি সম্মান করবো, সবার ধর্মের উৎসবে যাবো, নিজের মতো করে ধর্ম চর্চা করবো। কিন্তু ধর্মটাকে যখন আমি আইডেনটিটিতে নিয়ে আসি তখনই সমস্যা হয়ে যায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও অনেক ধর্মপরায়ণ তাহলে তিনি কিভাবে চলেন সেটাও আমাদের আইডেনটিটি হতে পারে।"

তিনি আরো বলেন, "আমি যদি আবার জন্ম নেওয়ার সুযোগ পেতাম আমি বাঙালি নারী হয়েই জন্ম নিতে চাইতাম। আমি শাশ্বত বাঙালি, আমি শাড়িই পরবো সাথে টিপ পরবো-এটার সাথে আমার ধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই।"

সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাজিনা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন।

অনুষ্ঠানের আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং করা হয় এবং পরবর্তিতে সমাজকর্ম বিভাগের ১৩তম ব্যাচের ৫ জন এমএসএস শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩টি ক্যাটাগরিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক কো-কারিকুলার বৃত্তি, এক্সট্রা কারিকুলার বৃত্তি এবং মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।